পাঠক ফোরাম

বিরোধীদল

আভিধানিক অর্থ যাই হোক, আমাদের দেশে এর প্রচলিত অর্থ হলো বিরোধীদল মানেই সরকারের প্রায় সব কাজের বিরোধিতা, হরতাল, সংসদ বর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন, এই যদি বিরোধীদলের ভূমিকা হয় তাহলে দেশের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? আমাদের রাজনীতিবিদরা মুখে বলে থাকেন আমি রাজনীতি করি জনগণের জন্য, জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য। উন্নত দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সেখানে সরকার, বিরোধীদল ও জনগণ মিলে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করছে। আমরা কি পারি না সবাই মিলে দেশের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করতে?

বিবেক
ময়মনসিংহ

একজন এহতেশাম

চিরতরে চলে গেলেন চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি এহতেশাম। তার মৃত্যুতে চলচ্চিত্র মহল তথা দেশ এক বিরল প্রতিভাকে হারালো। এহতেশামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যদি একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট চালু করা হয় তাহলে চলচ্চিত্র মহল তথা দেশ উপকৃত হবে নিঃসন্দেহে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সামসুল কবির
ইংরেজি বিভাগ, ঢাবি

ভারতীয় মিডিয়া

ভারত এমন একটি দেশ যে চায় অন্যকে ঘায়েল করে দক্ষিণ এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে। যে কারণে ভারতের অভ্যন্তরে সংঘটিত বিভিন্ন জঙ্গি হামলার পেছনে পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশ শ্রীলঙ্কা যাতে বেড়ে উঠতে না পারে, তাই গৃহযুদ্ধের নেপথ্যে মদদ যোগাচ্ছে ভারত। দক্ষিণ এশিয়ায় বাকি থাকে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ। কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের সঙ্গেও শুরু হয়েছে শত্রুতা। সীমান্তে বিএসএফ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশীদের হত্যা করলেও যখন বাংলাদেশ এর জবাব দেয়, তখন ভারতীয় মিডিয়া ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করে বিশ্ববাসীর কাছে, মনে হয় এর জন্য আসলেই বাংলাদেশ দায়ী। যে প্রচারণার কৌশল হিসেবে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে হামলার পেছনে বাংলাদেশকে জড়িত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের নাজেহাল করছে। আর বিশ্ববাসীকে বলে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশের কল্পিত জঙ্গি সংগঠনগুলো পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। এভাবেই ভারত দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

কাজী হৃদয়
মিরপুর, ঢাকা

অপপ্রচার

দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য বিরোধীদল তথা আওয়ামী লীগ আদাজল খেয়ে নেমেছে। শেখ হাসিনা তার বিদেশ সফরের উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তিগত ভ্রমণ বললেও তিনি জনসংযোগ ও অপপ্রচারের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। সেই সঙ্গে বাইরের মিডিয়াগুলোকে উসকানি দিতেও তিনি ভুল করেননি। অথচ একবারও ভাবলেন না দেশের কথা, দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টের কথা।

সাইফুল করিম
নোয়াপাড়া, যশোর

দেশের স্বার্থে

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মতাদর্শ সম্পূর্ণ নিজ স্বার্থের দিকে, বৃহত্তর কল্যাণের দিকে নয়। যদি তা না হতো তাহলে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেভাবে ব্যর্থতা- সফলতায় এগিয়ে যাচ্ছে তার ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে এক হয়ে বিরোধীদল আওয়ামী লীগ একটা গঠনমূলক ভূমিকা নিতে পারতো। কিন্তু দেশের স্বার্থের কথা কেউ ভাবছে কি? আওয়ামী লীগ সরকার বিদেশে গিয়ে দেশ সম্পর্কে অপপ্রচার করে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, অথচ একবারও দেশের কথা ভাবছে না।

মোঃ আখতারুল ইসলাম
আলীখিল, রাউজান, চট্টগ্রাম

আইনশৃঙ্খলা

গত কয়েকদিন রাজধানীসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ অবনতির দিকে ধাবিত। ঈদের ছুটিতে রাজধানীতে খুন, ধর্ষণ, গণছিনতাই, অফিসপাড়ায় ডাকাতি সাধারণ মানুষকে আবার চিন্তিত করে তুলেছে। সাধারণ মানুষ এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চায়।

রকিব
পূর্ব নাখালপাড়া, ঢাকা

জন্ম তারিখ নিবন্ধন

বিশ্বের প্রায় সব দেশে জন্ম-মৃত্যুর সঠিক হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে বর্তমানে উপজেলা, জেলায় বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর থাকায় ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের খুব একটা কাজ নেই। প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়াম্যান-মেম্বারদের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে, নিজ নিজ এলাকার জন্ম-মৃত্যুর সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য। সরকারিভাবে এ নির্দেশ দিয়ে টেলিভিশন, রেডিওতে প্রচারের মাধ্যমে নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। যাতে প্রত্যেক নাগরিক তার সন্তান বা নিকটজনের জন্ম বা মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডে রেকর্ডভুক্ত করতে বাধ্য থাকবেন। যদি এ ব্যবস্থা চালু হয় তাতে দেশের জনসংখ্যার সঠিক হিসাব থাকবে এবং ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর রেকর্ড সংরক্ষণ করলে সরকারকেও অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে না।

বাকের মাহমুদ
টোকিও, জাপান

অজ্ঞতা

৮ ফেব্রুয়ারির সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে গায়িকা মেহরীন এক প্রশ্নের উত্তরে সুইডেন, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লন্ডনসহ আরো কয়েকটি দেশে স্টেজ শো

সন্ত্রাস দমনে জনপ্রতিরোধ

সন্ত্রাসমুক্ত কোনো অঞ্চল আমাদের ভূখন্ডে আছে এ কথা কেউ বলতেও পারবে না এবং বললেও কারো বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যেখানে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সন্ত্রাস, সেখানে সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল বা সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ এই অদ্ভুত জিনিসটি সবার কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কল্পনার ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এসে এর বাস্তব রূপ দিতে উদ্যোগী হতে চায় না। অথচ বাংলাদেশের প্রতিটি সুনাগরিকই চায় একটি সন্ত্রাসমুক্ত সুশীল সমাজ। আমাদের দেশের প্রতিটি সুনাগরিক ইচ্ছা করলে, সংঘবদ্ধ হলে যে সন্ত্রাস দমন করে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তুলতে পারে, তারই বাস্তব প্রমাণ তুলে ধরেছে সাপ্তাহিক ২০০০ দেশবাসীর সামনে। এই সময়োপযোগী আকাঙ্ক্ষিত একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ ও প্রতিবেদক জাকির হোসেনকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্তির জন্য সরকারের কাছে অরণ্য রোদন না করে যদি আমাদের দেশের প্রতিটি ঘর থেকে একজন আব্দুস সালাম, একজন আলহাজ সৈয়দ শওকত আলী বেরিয়ে আসেন, তবে আমরা অবশ্যই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ তথা দেশ উপহার দিতে পারবই।

monir212@yahoo.com, পোর্টকেলাং, মালয়েশিয়া

নগর জীবন

প্রাত্যহিক নগর জীবনে সবচে' অস্বস্তিকর বিষয় হচ্ছে যানজট। ব্যস্ত সময়ে নগরীর অধিকাংশ রাস্তাঘাট আটকে থাকে দুর্বিষহ যানজটে। যানজট নিরসনে এ পর্যন্ত একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও কার্যত সমস্যা রয়েই গেছে। রাস্তা থেকে ২০ বছরের পুরনো পরিবহন নিয়ম করে অপসারণ করা হলেও আবার তা চালু হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। কালো ধোঁয়া, বেবিট্যাক্সির আধিক্য কমে গেলেও আবার মাথাচাড়া দিয়ে চলছে। গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত বেশ কয়েকটি সড়কে রিকশা বন্ধ থাকলেও আবার অল্প অল্প করে চলতে শুরু করেছে। যানজট কমলেও আবার তা শুরু হয়েছে। এর কারণ ত্রুটিপূর্ণ সড়ক ব্যবস্থাপনা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার অভাবে নগর জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন।

সৈয়দ সাইফুল করিম, মিরপুর, ঢাকা

টোকাই

করেছেন বলে জানিয়েছেন। তার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, স্কটল্যান্ড এবং লন্ডন কোনো দেশ নয়। স্কটল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডম-এর (যাকে আমরা ব্রিটেন নামেও চিনি) একটি রাজ্য আর লন্ডন ব্রিটেনের রাজধানী (সেই সঙ্গে ব্রিটেনের আরেকটি রাজ্য ইংল্যান্ডেরও রাজধানী)। আমাদের দেশে প্রায় সময়ই সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব দুবাই, লন্ডন, নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেসকে দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন। তাদের কি পৃথিবী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও নেই? তারা কি তাদের পাসপোর্টের পৃষ্ঠাগুলোও উল্টে দেখেন না?

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

জীবন সংগ্রাম

জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্ট পেরিয়ে আজ এখানে এসে থেমেছি। কি করবো যেখানে সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই। ভাবছিলাম বন্ধুকে নিয়ে ব্যবসা করবো। বন্ধুর তো টাকা আছে, আমার টাকা নেই। গেলাম কর্মসংস্থান ব্যাংকে, সেখানেও অনেক চাহিদা। ব্যাংক টাকা দেবে না। আমাকে কি আমার সব সার্টিফিকেট নিয়েও সাহায্য করার মতো লোক নেই এই পৃথিবীতে? আমার ওপর কি বিশ্বাস নেই? সব সার্টিফিকেট জমা দিলেও কি কেউ পারবে না আমাকে সাহায্য করতে? আমি যেদিন পারবো ঐ দিন টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট ফিরিয়ে আনবো। অপেক্ষায় থাকলাম।

দেলোয়ার হোসাইন
রাজারগলি, সিলেট

গ্রাহক সেবা

সিস্টেম লস্ কিংবা বিদ্যুৎ চুরি– যেভাবেই বিদ্যুৎ খাতে রাজস্ব ক্ষতিটাকে বর্ণনা করা হোক না কেন, রাজস্ব আদায় পদ্ধতির জটিলতার কারণেও সরকার এ খাতে রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সন্দেহ নেই।
বিদ্যুৎ খাতে রাজস্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রদান করেন আবাসিক গ্রাহকরা। অথচ বাস্তবে এরাই বিল প্রদানে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার। সাধারণত একটি বাড়িতে একটি মাত্র বিদ্যুৎ সংযোগই অনুমোদিত বাড়ির মালিকের নামে। এসব বাড়ির কোনো কোনোটিতে ১২/১৩ কিংবা ততোধিক মিটার বসানো হয়। দেখা যায় প্রতিটি মিটারের জন্যই আলাদা করে একেকটি বিল সরবরাহ করা হয়। এটি এক ধরনের কাগজের বাহুল্যজনিত কারণে সৃষ্ট ভোগান্তি বটে। এক্ষেত্রে একটি মাত্র কাগজেই ছকবদ্ধভাবে সবক'টি মিটারের নির্ণীত বিল লিপিবদ্ধ করা গেলে গ্রাহকের ঝামেলা ছাড়াও ব্যাংক কর্তৃপক্ষেরও সময় বাঁচবে। বিল গ্রহণের ত্বরিত গতি রাজস্ব অর্জনের হারকেও ত্বরান্বিত করবে। গ্রাহক সেবার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণে স্বতন্ত্র কাউন্টার এবং প্রয়োজনীয় লোকবল নিশ্চিত করতে হবে, যা ব্যাংক ও বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সমন্বিত সিদ্ধান্তে হবে।

অবাক, রূপনগর, মিরপুর
miranda7@altavista.com

সন্ত্রাস

আওয়ামী লীগের শাসনামলে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনরায় দিয়েছে বিএনপিকে। ক্ষমতায় গিয়ে খালেদা জিয়াও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তবুও সন্ত্রাসের ঘটনা পত্রিকার হেড লাইন হচ্ছে। অবশ্য এটাও সত্যি যে, বিএনপি সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপও নিয়েছে। তবে জামায়াত যদি শরিক দল না থাকতো তাহলে হয়তো সাধারণ লোকও নিশ্চিত হয়ে বলতে পারতো যে, বিএনপি সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হবে না।

এমএইচবি
টোকিও, জাপান

প্রচলিত রাজনীতি

রাজা আসে রাজা যায়। কিন্তু তাদের নিজেদের ব্যর্থতার কথা কেউ স্বীকার করে না। যেমন বিএনপি তেমন আওয়ামী লীগ। মনে হয় যেন পাঁচ বছরের জন্য তারা দেশটাকে লিজ নেয়। তাদের যা খুশি তাই করবে। গত ৫ বছরের ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ সরকার কি না করেছে তা সাধারণ জনগণ ভালোভাবেই অবগত আছেন। বর্তমানে বিএনপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর লীগের

যুদ্ধ নয় শান্তি

মানুষ শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা চায়। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ যেভাবে ঢালাওভাবে অনেক সার্বভৌম দেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আখ্যায়িত করে আক্রমণের হুমকি দিচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে এই সুন্দর পৃথিবী বুঝি আবার যুদ্ধের লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত হবে। কিন্তু তার তো মনে রাখা উচিত অন্যের ঘরে আগুন লাগাতে গেলে নিজের গায়ে আগুন না লাগুক, তার তাপ তো অন্তত লাগে। আর যদি তাপটা একটু বেশি হয় তবে শরীরের চামড়াও ঝলসে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের জনগণের নির্বিঘ্নতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে এবং বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে আমেরিকাকে অবশ্যই আরো সতর্ক ও সংযত হতে হবে।

মোঃ আব্দুল হালিম, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

প্রফেশনাল নেতা-পাতিনেতা-চামচারা এখন দেশছাড়া। আবার অনেকে নিজ দেশে থেকেও পরবাসী। কিন্তু এ ব্যর্থতা কাদের, জনগণের নাকি মিথ্যুক রাজনীতিবিদদের? দেশের চেয়ে যদি দলই বড় না হতো তবে ঐ নেতারা নিজ দেশে থেকেও কেন আজ পরবাসী? কেন কাপুরুষের মতো গৃহবন্দি? আমরা সাধারণ জনগণ এতোই সরল, ওদের দেয়া প্রতিশ্রুতিকে এখনো প্রাণভরে বিশ্বাস করি।

জাহিদ হাসান
সিঙ্গাপুর

বিশ্ব অর্থনীতি

নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন প্রকাশের উদ্দেশ্যে কিছুদিন আগে নিউইয়র্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী নেতৃবর্গ সবাই এ অর্থনীতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রে যে নীতি অনুসরণ করছে তার সমালোচনা করেছে।
অনেকে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র গরিব দেশগুলোর ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করছে। সন্দেহ নেই বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এখন নেতৃত্ব দান করছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ধনী দেশের উন্নতমানের পণ্যের কাছে দেশী পণ্য মার খাচ্ছে। ফলে গরিব দেশ আরো গরিব হচ্ছে। দেশে দেশে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। বেকারত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হচ্ছে।

ডাড়লী
মিরপুর, ঢাকা